দৈনিক বাংলা

তারিখ ...12 JAN 1997 ...
পৃঃ ৮ কলাম ৫

ভর্তির ক্ষেত্রে সমন্বিত ব্যবস্থা নেই

ঢাকা ভার্সিটিতে প্রতি বছর পাঁচ ভাগ আসন খালি থাকছে

মুজতবা খন্দকার ঃ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির কোন সমন্বিত ব্যবস্থা না থাকায় প্রতিবছর ঢাকা ভার্সিটিতে শতকরা পাঁচ ভাগ আসন খালি থাকছে। আসন যাতে শূন্য না থাকে সেজন্য আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পদ্ধতি চালুর সিদ্ধান্ত হলেও পরে তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীর সবাই যাতে সংশ্লিষ্ট বিভাগে থাকে তা নিশ্চিন্ত করতে ঢাকা ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ একক প্রচেষ্টা হিসাবে এ বছর বিলম্বে ভর্তি পরীক্ষা নেবেন। কিন্তু তারপরও সব আসন পূর্ণ রাখা সম্ভব হবে কিনা সে বিষয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

একজন ছাত্র তার ভর্তি নিশ্চিত করার জন্য ঢাকা ভার্সিটির পাশাপাশি বুয়েট ও মেডিক্যাল কলেজগুলিতেও ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে থাকে। ঢাকা ভর্সিটিতে পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশ করা হয় আগে। যে কারণে ঢাকা ভার্সিটিতে সুযোগ পেলে ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হয়ে যান যাতে শিক্ষাবছর নষ্ট না হয়। পরে বুয়েট কিংবা মেডিক্যালে ভর্তির সুযোগ পেলে ঢাকা ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়া সত্ত্বেও তারা সেখানে পড়াশোনা করে না। বুয়েট বা মেডিক্যালে যায়। পরে ঢাকা ভার্সিটিতে ঐসব শূন্য আসন পূরণের আর কোন সুযোগ থাকে না। এ অবস্থার পুনরাবৃত্তি রোধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবার ভর্তি পরীক্ষা দেরীতে নেয়ার কথা ভাবছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট এবং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে আগামী মার্চ মাসে ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার কথা। এখন পর্যন্ত ঢাকা ভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষার চূড়ান্ত তারিখ ঠিক করা হয়নি। তবে, বুয়েট ও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষার পর সবার শেষে ঢাকা ভার্সিটিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু ঢাকা ভার্সিটিতে পরে পরীক্ষা হলেও ফল বেরিয়ে যাবে দ্রুত। ঢাকা ভার্সিটিতে পরীক্ষা গ্রহণের পর সাধারণত এক সপ্তাহ থেকে এক মাসের মধ্যে ফল প্রকাশিত হয়।

সব সরকারী মেডিক্যাল কলেজের সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হয়। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের অধীনে। বুয়েট এবং মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হতে আড়াই থেকে তিন মাস সময় লাগে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের অধীনে মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষার পর স্কোর অনুযায়ী বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ দেয়া হয়।

গত বছর এইভাবে অধিক হারে আসন শূন্য থাকায় কর্তৃপক্ষ দেশের সকল উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একসঙ্গে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য 'সমন্বিত ভর্তি পদ্ধতি' প্রবর্তনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি প্রস্তাব করেছিলেন। সূত্র জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কৃষি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট এবং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের শীর্ষ কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় ভর্তি পরীক্ষা কমিটি গঠন করে। এই কমিটিকে ভর্তি পরীক্ষার সিলেবাস প্রণয়নের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।

আসন শূন্যতার ব্যাপারটি উপলব্ধি করে সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজের শীর্ষপর্যায়ের কর্মকর্তারা এতে রাজী হন। কয়েকটি বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয় ভাইস চ্যান্সেলরদের মধ্যে। সর্বশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর মোঃ শাজাহানের সভাপতিত্বে। ঐ সময় জিএমএটি এবং স্যাট এর ভিত্তিতে এমসিকিউ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু পরে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনাগ্রহের ফলে ঐ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত না হওয়ায় গত বছর ঢাকা ভার্সিটির বিভিন্ন বিভাগে ১৭২টি আসন শূন্য থাকে।

বিলম্বে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ফলে এ বছর ভর্তি পরীক্ষার পুরো প্রক্রিয়া শেষ করে ক্লাস শুরু করতে বিলম্ব হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।